২৮-০৬-১৬ প্রাত:-মুরলী ওম্-শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - অমর বাবা এই ধরায় এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে , তাই এখন তোমরা তিন কাল আর তিন লোক সম্বন্ধে সবকিছুই জানো । "

প্রশ্ন :- আত্মার বাবা পরমাত্মা কোন্ আধারের উপর আত্মাদের বর্ষা দেন ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনার আধারের উপর । যে সব বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, নিজেদের দেহ অভিমানকে ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হওয়ার প্রযত্ন করে , তারাই বাবার এই বর্ষা (সম্পত্তি) প্রাপ্ত করতে পারে । লৌকিক বাবা তার সন্তানকে কেবলমাত্র লৌকিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে কিন্তু এই পারলৌকিক শিববাবার সম্বন্ধ আত্মাদের সাথে , তাই তিনি আত্মাদেরই বর্ষা (সম্পত্তি) দিয়ে থাকেন ।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরালা .....

ওম্ শান্তি । রুহানি বাচ্চারা (আত্মা) রুহানি বাবার (পরমাত্মা) থেকে এই অমর কথা শুনছে .....এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাবার জন্য । নির্বাণধামকে কিন্তু অমরলোক বলা হয় না । অমরলোক হলো সেই দুনিয়া যেখানে তোমাদের অকালে মৃত্যু হয় না , তাই সেই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয় । আত্মার বাবা পরমাত্মা, তাঁকেই তো অমরনাথ বলা হয় । তাহলে অবশ্যই তিনি সেই অমরলোকে নিয়ে যাবার জন্য এই মৃত্যুলোকেই অমরকথা শোনাবেন । তিন ধরনের কথা এই ভারতবর্ষে বিখ্যাত । অমরকথা , সত্যনারায়ণের কথা আর তিজরীর কথা । ভক্তিমার্গে তো এই তিজরীর অর্থ কেউই বোঝে না । জ্ঞানের এই তৃতীয় নয়ন জ্ঞানের সাগর অমর শিববাবা ছাড়া কেউই দিতে পারে না । তাই এই সকল কথাই হলো গল্পকথা । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে তারা এই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছে, যেই তৃতীয় নয়নের সাহায্যে তারা তিন কাল এবং তিন লোক সম্বন্ধে জানতে পেরেছে । মূলবতন , সুক্ষ্ম বতন এবং স্থূল বতন আর আদি , মধ্য , অন্ত সম্বন্ধেও তোমরা জানতে পেরেছো , তাই তোমরা নিজেদের ত্রিকালদর্শী বলেও মনে করতে পারো । তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ছাড়া এই সৃষ্টির আর কেউই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না । তিন কাল অর্থাত্ এই সৃষ্টির আদি , মধ্য এবং অন্তের খবর কেউই জানে না । মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন, স্থূল বতনকে অনেকেই জানে । কিন্তু এই তিন কালের আদি,মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । এখন মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা রুহানি বাবার থেকে এই কথাই শুনছে । তোমরা সবাই তাঁর সন্তান হয়েছো । এই একবারই তোমরা রুহানি বাচ্চারা তোমাদের এই রুহানি শিববাবাকে পেয়েছো । বাবা তোমাদের আত্মাদের পড়ান ,কিন্তু দেহ অভিমানী হওয়ার কারণে তোমরা বলো যে .....আমরাই এই পড়া পড়ছি । আমরাই এই কাজ করছি । "আমি " ভাব অর্থাত্ তোমাদের দেহ অভিমান চলে আসে । এখন এই সঙ্গমযুগে রুহানি শিববাবা এসে রুহানি বাচ্চাদের বলেন যে তোমরা খুব ভালোভাবে পড়ো । বাবার থেকে সমস্ত বাচ্চারাই এই বর্ষা (সম্পত্তি) নেওয়ার অধিকারী কারণ তোমরা সকলেই হলে রুহানি বাচ্চা । লৌকিক সম্বন্ধে শুধু বাচ্চা তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় । আর এই পারলৌকিক সম্বন্ধে সমস্ত আত্মারা তাদের পরমাত্মা বাবার থেকে ঈশ্বরীয় সম্পত্তি অর্থাত্ স্বর্গের বর্ষার অধিকারী হয় । অমরনাথের কথাও প্রচলিত আছে । সেখানে বলা হয় যে শিব পার্বতীকে পাহাড়ের উপর গুহার ভিতরে গিয়ে এই কথা শুনিয়েছিলেন । কিন্তু এ সকলই ভুল কথা ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক । সত্যি কথা তো একমাত্র সদা সত্য শিববাবাই তোমাদের শোনাবেন । বাবা কেবল একবারই তোমাদের সত্যি কথা শুনিয়ে , সত্যখন্ডের মালিক বানিয়ে দেন । তোমরা জানো যে এই মিথ্যা দুনিয়াতে একদিন আগুন লাগবে । যা কিছু তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো, এ সব কিছুই একদিন থাকবে না । খুবই অল্প সময় রয়েছে । এ হলো শিববাবার বিশাল জ্ঞান যজ্ঞ । যেমন ভাবে লৌকিক সম্বন্ধে বাবা যজ্ঞ রচনা করেন , কেউ কেউ রুদ্র যজ্ঞ করেন , কেউ আবার গীতা যজ্ঞ । কেউ আবার রামায়ণের যজ্ঞও রচনা করেন । আর এই যজ্ঞ হলো শিববাবার রুদ্রজ্ঞান যজ্ঞ । এই যজ্ঞই হলো অন্তিম যজ্ঞ । তোমরা এখন জানো যে তোমারা সকলেই এখন অমরপুরীতে যাবে । তার জন্য খুব অল্প সময়ের রাস্তাই বাকী আছে । এই খবর দুনিয়ার অন্য মানুষেরা কেউই জানে না । তারা বলে যে মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাওয়ার জন্য এখনো 40,000 বছর বাকী আছে । সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। তোমাদের বাচ্চাদের বাবা সামনে বসিয়ে অমরকথা, তিজরীর কথা আর সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে কি হয় তোমরা সকলেই জানো । ভক্তিমার্গের পূজা পদ্ধতির কতো বিস্তার আছে । যেমন কল্পের ঝাড়ের অনেক বড় বিস্তার দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ভক্তিমার্গের কর্মকান্ডের অনেক বড় ঝাড় আছে । যজ্ঞ , ব্রত , বিভিন্ন নিয়ম , জপ , তপ ইত্যাদি অনেক কিছুই সেখানে করা হয় । এই জন্মেও অনেক ভক্ত রয়েছে । মানুষের বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । যখন তোমরা ভক্তি মার্গে অর্থাত্ ত্রেতা যুগে এলে তখন থেকেই আন্যান্য ধর্ম স্থাপন হতে শুরু করে । প্রত্যেকটি মানুষের তার নিজের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া থাকে । প্রত্যেক ধর্মের নিয়ম বা অনুষ্ঠান আলাদা । একসময় এই ভারত অমরপুরী ছিলো কিন্তু এখন এই ভারত মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে । তোমরাই ছিলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ । কিন্তু এখন পতিত হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । এই কথা তোমরা ভুলে গেছো যে তোমরাই দেবতা ছিলে । যেমন ক্রিশ্চিয়ানরা বলে যে , যেহেতু ক্রাইস্ট আমাদের ধর্ম স্থাপন করেছিলো তাই আমরা সেই ধর্মের সকলেই ক্রিশ্চিয়ান হয়েছি । এমন নয় যে আমরা ইউরোপিয়ান ধর্মের । তেমনি তোমরা হিন্দুস্থান বা ভারতের অধিবাসীরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে । কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । তোমরা ভাবো যে তোমরা এখন পাপী , নীচ , কাঙ্গাল এবং বিকারী হয়ে গেছো । ভক্তিমার্গে মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন বাবাকেই ডাকতে থাকে । কিন্তু এখন তোমরা বাবার ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, যেই বাবাকে তোমরা এতদিন ডেকে এসেছো , তিনিই এখন তোমাদের বেহদের বর্ষা দিচ্ছেন এবং এই অমর কথা শোনাচ্ছেন । তোমরাই অমরপুরীর মালিক হবার যোগ্য তৈরী হচ্ছো। এই অমরপুরীকেই স্বর্গ বলা হয় । তোমরা বলবে যে , তোমরা এই অমরপুরী স্বর্গের অধিবাসী হওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করছো । এই কলিযুগে মানুষ মারা গেলে বলা হয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে । কিন্তু সেই মানুষ স্বর্গে যাবার জন্য কোনো পুরুষার্থ কি করেছে ?তোমরা তো সবাই পুরুষার্থ করছো অমরপুরী বৈকুন্ঠ লোকে যাবার জন্য । এই পুরুষার্থ তোমাদের কে করাচ্ছেন । অমর শিববাবা , যাকে অমরনাথও বলা হয় । এই যজ্ঞকে আবার পাঠশালাও বলা হয় । এই দুনিয়ার দ্বিতীয় কোনো পাঠশালাকে কিন্তু যজ্ঞ বলা হয় না । দুনিয়াতে যজ্ঞ আলাদা ভাবে রচনা করা হয় , যেখানে ব্রাহ্মণ লোক বসে মন্ত্র পাঠ করে । বাবা বলেন যে এ তোমাদের কলেজও আবার যজ্ঞও , দুটোই একসাথে।তোমরা জানো যে এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে , এই অগ্নিতেই সারা দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে । তারপর আবার নতুন দুনিয়া আসবে । এইযে বিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে একেই বলা হয় মহাভারী মহাভারতের লড়াই । এই লড়াইয়ের মতো লড়াই আর কখনো হয় না । বলা হয় যে মহাভারতের যুদ্ধে মুশল দিয়ে লড়াই হয়েছিলো । কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো এই ধরনের

লড়াই হয় না । তাহলে একে মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয় ? ভারতে তো একই ধর্ম থাকবে । তোমরা আত্মজ্ঞানী হবে । তাই মৃত্যু তো অন্য দেশের মানুষ দেখবে । তোমাদের মধ্যে লরাইয়ের কোনো কথাই থাকতে পারে না । শিববাবা তোমাদের বোঝান যে তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন ,তাই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশের দরকার । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই বিরাট রূপের সমস্ত জ্ঞানই রয়েছে । এটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা কল্পের প্রথমে এসেছিলো , তারাই আসবে দেবতা হওয়ার জন্য । এ হলো বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার কথা । তোমরা যত ব্রাহ্মণ হয়েছো তারাই আবার দেবতা হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার গায়ন আছে তাই না ? পরমপিতা পরমাত্মা এই ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেছিলেন , তাই ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয় । কিন্তু কেমনভাবে এবং কখন এই রচনা করেছিলেন ?এসব কথা কেউই জানে না । শুরুতে যে মানুষ থাকবে তাদের রচনা তো করবেনই । তোমরা তো বাবাকে ডাকতেই থাকো , হে পতিত পাবন এসো । তাহলে মানুষ যখন পতিত হবে , তখনই তো তিনি আসবেন তাই না ?এই দুনিয়ার পরিবর্তন হবেই । বাবাই তোমাদের নতুন দুনিয়ার যোগ্য বানান । এখন তোমরা তমোপ্রধান পুরোনো দুনিয়াতে রয়েছো ,এরপর সবকিছুই আবার সতোপ্রধান হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের বোঝান যে ..... এই পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ এবং প্রতিটা জিনিস সতো , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থাতেই আসে । এই দুনিয়াও নতুন থেকে অবশ্যই পুরোনো হয় । তোমরা যে বস্ত্র পড়ো তাও নতুন থেকে একদিন পুরোনো হয় । তোমরা বাবার এই জ্ঞান পেয়েছো , এবং সত্যি সত্যি সত্যনারায়ণের কথা এখনই শুনছো । এই গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণী । বাকী সমস্ত শাস্ত্র এর কাছে ছোটো । যেমন ব্রহ্মার বংশাবলী বলা হয় , তেমনি গীতাকেও মুখ্য বলা হয় । উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাত্ সর্ব্বোচ্চ হলেন এই মা - বাবা , বাকী সবাই তাঁদের সন্তান -সন্ততি । এখন তোমরা মা বাবার থেকে বর্ষা পেতেই পারো । বাকী যতোই শাস্ত্র পড়ো বা যা কিছুই করো , তোমরা এই বর্ষা পেতে পারবে না । যারা সকলকে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় তাদের অনেক উপার্জন হয় । অবশ্য এগুলো সবই অল্পকালের জন্য । আর এখানে যে তোমরা এই পড়া করছো তাতে তোমাদের প্রাপ্তি .....২১ জন্মের জন্য , তাহলে তোমরাই বিচার করো । দুনিয়াতে একজন শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় ,আর সকলে তাদের পয়সা দেয় । আর এখানে বাবা তোমাদের শোনান .....আর তোমরা ২১ জন্মের জন্য সাহুকার বা ধনী হয়ে যাও । দুনিয়াতে যারা শাস্ত্র শোনায় তাদের পকেট ভর্তি হয় । ভক্তি করা হলো প্রবৃত্তি মার্গের লোকেদের কাজ । তোমরাই হলে প্রবৃত্তি মার্গের । তোমরা জানো যে স্বর্গ লোকে তোমরাই পূজ্য ছিলে । নাহলে ৮৪ জন্মের হিসাব কোথা থেকে আসবে ? এ সবই হলো আত্মিক জ্ঞান , যা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগরের থেকেই পাওয়া যায় । পতিতপাবন শিব বাবাই হলেন সবার সদ্গতি দাতা । তিনিই তোমাদের বাচ্চাদের এই অমরকথা শোনাচ্ছেন । জন্ম জন্মান্তর তোমরা সব ভুল কথা শুনে এসেছো । এখন সমস্ত সত্যি কথা শুনে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । চন্দ্রকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয় । সূর্যের জন্য কিন্তু এই কথা বলা হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা ভবিষ্যতে সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । আবার অর্ধেক কল্পের পরে তোমাদের আত্মার মধ্যে খাদ পড়তে থাকবে । এখন তোমরা জানো যে তোমরা নতুন করে আবার সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ .....সেই দেব পদ আবার নতুন করে লাভ করছো । তোমরা আত্মারা প্রথমে তোমাদের নিজের ঘর শান্তিধামে যাবে তারপর শরীর ধারণ করে আবার দেবতা হবে , তারপর আবার চন্দ্রবংশী ঘরানায় জন্ম নেবে । ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই । কোন্ যুগে , কোন্ বছরে তোমাদের কতবার জন্ম হয়েছে , বাবা তোমাদের এই ৮৪ জন্মের সত্যি সত্যি কথা এখন শোনাচ্ছেন । তোমাদের বাবা বলেন যে তোমরা ভারতবাসীরাই এই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । এক তো তোমরা

নিজেদের এখন ব্রাহ্মণ মনে করো । তোমরা মাম্মা , বাবা এই কথা বলো , বর্ষা (সম্পত্তি) কিন্তু তোমরা শিববাবার থেকেই পাও ব্রহ্মা বাবার দ্বারা । ব্রহ্মাও তো শিববাবার সন্তান । তাই ব্রহ্মার থেকে বর্ষা পাওয়া যায় না । ব্রহ্মা তো তোমাদের ভাই হলো তাই না ? উনিও তো শরীরধারীই হলেন । তোমরা সকলেই বর্ষা (সম্পত্তি) শিববাবার থেকেই নাও , ব্রহ্মা বাবার থেকে নয় । যার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না তাকে স্মরণ করা উচিত নয় । এক শিব বাবাকেই স্মরণ করো । তাঁর জন্যই বলা হয় .....তুমি আমাদের মাতা পিতা , আমরা তোমাদের সন্তান । তোমরা যখন ব্রহ্মা বাবার কাছে যাও , তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা শিব বাবার কাছেই এসেছি । তোমরা সবসময় স্মরণ কিন্তু শিববাবাকেই করবে । আত্মা হলো খুব ছোটো বিন্দু , তাতেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । আত্মা ভ্রুকুটির মাঝে অবস্থান করে । সে এক সেকেন্ডেই উড়তে পারে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে । এই আত্মা ভ্রুকুটির মাঝে গিয়ে অবস্থান করে । তোমরা বুদ্ধি দিয়ে তো বুঝতে পারো তোমাদের আত্মা এইরকম । সত্যযুগে তোমরা এইধরনের কোনো জিনিস দেখার আশাই করতে পারবে না । আত্মাকে কেবল দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই দেখা যায় । এই চর্মচক্ষুর দ্বারা একে দেখা যায় না । ভক্তিমার্গেসাক্ষাতকার করা যায় । যেমন রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ ছিলেন তিনি বলেছিলেন .....আমি সামনে বসেছিলাম আর ওনার আত্মা বের হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো । কিন্তু এমন তো কিছুই হয় না । আত্মা কেমন করে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে তা বাবা তোমাদের বোঝান ।এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো , তাহলে তোমরাই অমরলোকে জন্ম নেবে । সেখানে তোমরা গর্ভ মহলে জন্ম নেবে । আর এখানে তো তোমরা গর্ভজেলে ত্রাহি ত্রাহি রবে চিত্কার করো । এখন বাবা তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন । তাহলে কতো ভালোবাসার সঙ্গে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আচ্ছা ।
মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. নিজেকে আত্মা মনে করে , আত্মার পিতা পরমাত্মার থেকে ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে পুরো বর্ষা (সম্পত্তি) নিতে হবে । সত্য খন্ডের মালিক হবার জন্য সত্যিকারের অমরকথা শুনতে হবে আর অন্যকে শোনাতে হবে ।

২. যেই বাবার থেকে তোমরা বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত করো , একমাত্র সেই শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করবে না । এই পুরোনো দুনিয়া ধংস হয়ে যাবে তাই একে দেখেও না দেখার অভ্যাস করো ।

বরদান :- ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমার গুণের দ্বারা বিশ্বের নব নির্মাণ করার জন্য বিশ্ব কল্যাণকারী হও ।

বিশ্বকল্যাণকারী হবার জন্য মুখ্য দুটি ধারণার প্রয়োজন , এক হলো ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর অন্যটি হলো ক্ষমা ভাব । যদি ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাভাব আর স্বমান রাখতে পারো তাহলে আত্মিক স্থিতিতে সহজেই স্থির হতে পারবে । তাই যখনই কোনো কর্তব্য করবে বা মুখের দ্বারা কোনো ঈশ্বরীয় বাণীর বর্ণনা করবে , তখন নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো যে তোমার ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমার ভাব সমান পর্যায়ে আছে কিনা ? শক্তির যে চিত্র দেখানো হয় সেখানে এই দুই গুণকে সমানভাবে দেখানো হয় , তাই এই আধারের উপর বিশ্ব নব নির্মাণের নিমিত্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- বাবার ভালোবাসার কাছে নিজের ব্যর্থ সংকল্পকে বিকিয়ে দাও .....এই হলো সত্যিকারের বলিদান ।